মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

মহান স্বাধীনতার
সুবর্ণ জয়ন্তীতে

মুক্তি

২৬ মার্চ
মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২১

ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড
WZPDCL

ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো)

..... অবিরাম বিদ্যুৎ

শেখ হাসিনার
উদ্যোগ
ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ
মুজিব শতবর্ষ
MUJIB 100
গ্রাহক সেবা ও তথ্য
অনুসন্ধানের জন্য
কল করুন
১৬১১৭
ওজোপাডিকো
সদা আপনার
সেবায় নিয়োজিত
গ্রাহক সেবা কেন্দ্র
Customer Care Centre
১৬১১৭
WZPDCL
ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ
.... অবিরাম বিদ্যুৎ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ বীরশ্রেষ্ঠগণ

ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট
মতিউর রহমান

ক্যাপ্টেন
মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর

ইঞ্জিনরুম আর্টিফিসার
মোহাম্মদ রুহুল আমিন

সিপাহী
মোহাম্মদ হামিদুর রহমান

ল্যান্স নায়েক
মুন্সি আব্দুর রউফ

ল্যান্স নায়েক
নূর মোহাম্মদ শেখ

সিপাহী
মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল

স্মরণিকা কমিটি

প্রকৌঃ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী (ইএসসি এন্ড এস)
আহবায়ক, স্মরণিকা কমিটি

মোঃ আলমগীর কবীর
উপ-মহাব্যবস্থাপক (এইচআর এন্ড এডমিন)
সদস্য, স্মরণিকা কমিটি

এ এন এম মোস্তাফিজুর রহমান
উপ-মহাব্যবস্থাপক (হিসাব)
সদস্য, স্মরণিকা কমিটি

প্রকৌঃ মোঃ সাইফুজ্জামান
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পিএন্ডডি
সদস্য সচিব, স্মরণিকা কমিটি

প্রকৌঃ মোঃ আরিফুর রহমান
প্রকল্প পরিচালক (ইএইউপিডিএসপি)
সদস্য, স্মরণিকা কমিটি

প্রকৌঃ মোঃ মতিউর রহমান
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, সিস্টেম কন্ট্রোল এন্ড প্রটেকশন
সদস্য, স্মরণিকা কমিটি

বাণী

ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড এর উদ্যোগে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২১ উপলক্ষে 'মুক্তি' নামে একটি স্মরণিকা প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২১ উপলক্ষে ওজোপাডিকো'র সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ দেশবাসীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি বাঙালি জাতির মুক্তি সংগ্রামের মহানায়ক হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যার অবিসংবাদিত নেতৃত্বে আমরা অর্জন করেছি প্রিয় স্বাধীনতা। আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লক্ষ শহিদ এবং দুই লক্ষ মা-বোনকে, যাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন বাংলাদেশ। শ্রদ্ধা জানাই জাতীয় চার নেতাকে, যারা মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদান রেখেছেন। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাসহ সকল মুক্তিযোদ্ধাদেরকে জানাই সম্মান। যারা স্বজন হারিয়েছেন, নির্যাতিত হয়েছেন তাঁদের প্রতি জানাচ্ছি গভীর সমবেদনা।

২৬শে মার্চ আমাদের জাতির আত্মপরিচয় অর্জনের দিন। পরাধীনতার শিকল ভাঙ্গার দিন। বিশেষ করে স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তিতে এবারের স্বাধীনতা দিবস বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। এসময়ে আমরা স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে পদার্পণ করেছি। লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন। এই অর্জনকে অর্থপূর্ণ করতে সবাইকে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস জানতে হবে, স্বাধীনতার চেতনাকে ধারণ করতে হবে। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে পৌঁছে দিতে হবে। আসুন, বঙ্গবন্ধুর মতাদর্শে উজ্জীবিত হয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে দেশের উন্নয়ন ও গণতন্ত্রকে এগিয়ে নিয়ে যাই। সবাই মিলে জাতির পিতার অসাম্প্রদায়িক, ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলি। আজকের এই দিনে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

প্রকৌশলী মোঃ শফিক উদ্দিন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ওজোপাডিকো, খুলনা।

মুক্তির স্বাদ

প্রকৌঃ মোঃ সাইফুজ্জামান*

'মুক্তি' শব্দটির নানাবিধ অর্থ আছে। হতে পারে স্বাধীনতা, শৃঙ্খল ভাঙ্গা, উন্মুক্ততা, পরিত্রান, নিষ্কৃতি, অব্যাহতি, উদ্ধার, রেহাই, মোক্ষ, আরোগ্য লাভ। কিন্তু আমাদের বাঙালি জাতির মুক্তি ঘটেছে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ। প্রায় ২০০ বছরের ইংরেজ অপশাসন আর ২৩ বছরের পাকিস্তানি স্বৈরশাসনের পর আমরা মুক্তি পেয়েছি। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন ছিলো রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সর্বোপরি গণতান্ত্রিক মুক্তির লক্ষ্যে। রাজনৈতিক মুক্তি পেয়েছি আমরা স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমে। কিন্তু অর্থনৈতিক মুক্তি সকলের জন্য নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়তো দেশ করেছে কিন্তু বৈষম্যও বেড়েছে। জিডিপি'র গ্রোথ দেখে একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ধারণা করা যেতে পারে। কিন্তু সামগ্রিক দারিদ্রতা হ্রাসের সূচকসমূহ এখনও লক্ষমাত্রার অনেক নিচে। স্বাধীনতার ৫০ বছর পরে আমাদের যে অর্জন উচিত ছিল তা আমরা করতে পারিনি। বিভিন্ন সময়ে সামরিক কুশাসন আমাদেরকে নানাভাবে পিছিয়ে দিয়েছে। রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন আমাদেরকে সুশাসন দিতে পারেনি। শিক্ষিত বেকারত্ব আমাদের সমাজে নানা রকম ব্যধি সৃষ্টি করেছে। শিক্ষিত যুবকের হতাশা কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। বেসরকারী বিনিয়োগে যে কর্মপদ সৃষ্টি হওয়ার কথা তা হচ্ছে না। বিভিন্ন কায়দায় অর্থ-পাচার অর্থনীতিকে দুর্বল করে দিচ্ছে। একইসাথে স্বাধীনতার মূল্যবোধ ও চেতনার অবক্ষয় হচ্ছে। তারপরেও একটি গোষ্ঠী নানাভাবে সুবিধা ভোগ করে যাচ্ছে।

মুক্তির চেষ্টা বাঙালি জাতি বারবার করেছে। কিন্তু সঠিক নেতৃত্বের অভাবে তার কাংখিত লক্ষ্যে পৌছাতে পারেনি। শুধু একবারই এ সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিলো- যার মাধ্যমে স্বাধীনতা তথা রাজনৈতিক মুক্তি অর্জন সম্ভব হয়েছে। কিন্তু দেশ গঠনের মাধ্যমে যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কাংখিত ছিলো তা সম্ভব হয়নি। কীভাবে সম্ভব হবে? স্বাধীনতার মাত্র ৩ বছর ৮ মাসের মাথায় আমরা আমাদের জাতির পিতাকে হত্যা করেছি, সংবিধানের মূলনীতিকে পরিবর্তন করেছি। একইসাথে ধর্মভিত্তিক দেশ/সমাজ তৈরির নানা নীল নকশা প্রণয়ন করেছি, জাতির পিতার আদর্শকে ভূলুণ্ঠিত করেছি। রাজনীতি যেখানে ব্যবসাক্ষেত্র হয়, সেখানে মুক্তির লক্ষ্য অর্জন করা কঠিন; দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক মুক্তি সেখানে দুরূহ। বিধবাভাতা, বয়স্কভাতাসহ নানা রকম সামাজিক কিংবা অর্থনৈতিক সুরক্ষা দিয়ে সাময়িক ভাবে কিছু দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক সহায়তা দিয়ে তাদের অন্নের সংস্থান করা হয়েছে। কিন্তু টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে স্থায়ী মুক্তির জন্য প্রয়োজন সুশাসন আর কর্মসংস্থান। আর এসব লক্ষ্যে কাজের জন্য প্রচুর বিনিয়োগ প্রয়োজন। নানা রকম ভিশন, মিশন এবং এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনা আর সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন। সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সক্ষমতা আরও বড় চ্যালেঞ্জ।

যে সকল মেগা প্রকল্প গ্রহন করা হয়েছে বা হচ্ছে তার সময়মত বাস্তবায়ন খুবই জরুরী। মুক্তির মিছিলের জনগণ চেতনাহীন হলে দেশ পিছিয়ে যাবে। চেতনাহীন, মূল্যবোধহীন জনগোষ্ঠী দেশ গঠনে ধনাত্মক ভূমিকা রাখতে পারেনা।

বারবার মুক্তির মিছিলে হারিয়ে যাওয়া মুক্তিসেনারা মূল্যায়িত হন না। মুক্তির মিছিলের ত্যাগী শহীদদের রক্তের মূল্য না দিতে শিখলে মুক্তি আসবে না।

সাংস্কৃতিক মুক্তি আমাদের লক্ষ্য ছিল- সে সাংস্কৃতিক মুক্তির জন্য আমাদের বাঙালি সংস্কৃতির ধারাবাহিক চর্চা প্রয়োজন।

স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তিতে আমাদের প্রতিজ্ঞা হোক পিছনের কালো অধ্যায় যা আছে তা যেনো আমাদের আচ্ছন্ন না করে।

আমরা এগিয়ে যাবো নতুনভাবে, নতুন শপথ নিয়ে- যে স্বপ্নের মাধ্যমে আমরা অর্জন করেছি স্বাধীনতা, তার যেনো সুষ্ঠু বাস্তবায়ন হয়। যে স্বপ্ন দেখে শহীদ হয়েছেন আমাদের পূর্বসূরিরা তা যেনো আমাদের সামগ্রিক মুক্তি দিতে পারে। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষাসহ সকল মৌলিক অধিকার যেনো নিশ্চিত করা সম্ভব হয় আমাদের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর। নতুন উদ্যমে, নতুন শপথে বাংলাদেশ হয়ে উঠুক ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্রমুক্ত জাতির পিতার স্বপ্নে দেখা সোনার বাংলা।

* তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন
সদর দপ্তর, খুলনা।

স্বাধীন বাংলা

কামরুজ্জামান*

অনেক রক্ত ঝরেছে সেদিন ,
তাইতো স্বাধীনতা।
বন্ধনহীন জীবন এখন ,
এইতো স্বাধীনতা।

রাষ্ট্রভাষা বাংলা নয়,
উর্দু হলো যখন।
জনতা কাঁপালো রাজপথ,
প্রতিবাদ নিয়ে তখন।

গুলি চালিয়ে নরপশুরা,
তাজাপ্রাণ নিল কত,
লুটিয়ে পড়েছে বীর সেনারা ,
সালাম, রফিক,বরকত।

স্বাধীন বাংলার ঘোষনায় আবার,
জেগেছিল বীর জনতা,
ত্রিশ লক্ষ জীবনের বিনিময়ে,
অর্জিত এই স্বাধীনতা।

স্বাধীন মানে সজীব নিঃশ্বাস,
এ আকাশ এ বাতাস
সবই তো আমার আর কারও নয়,
এই তো আমার বিশ্বাস।

*সহকারী ব্যবস্থাপক (হিসাব)
আঞ্চলিক হিসাব দপ্তর
ওজোপাডিকো, কুষ্টিয়া।

সওয়াল-জবাব

প্রকৌঃ মোঃ আরিফুর রহমান*

বল তুই হিন্দু না মুসলিম?
-আমি নিতান্তই গরীব।
বল মৌলিক অধিকার কি?
-আমি আইন ভাল বুঝি না।
বল শ্রমের শোষণ কাকে বলে?
-আমি রাজনীতি করি না।
বল তোর সন্তানদের কি বানাবি?
-আমি অশিক্ষিত।
বল তুই কোথায় যাবি?
-বাসের ছাদে ভাড়াটা যদি কম হতো।
বল তোর চাওয়া পাওয়া কি?
-রাস্তা ঘাটে ঘুমাতে ভাল লাগে না।
বল তোর দেশের কোন দল পছন্দ?
-খেলাধুলা দেখার সময় পাই না।
বেটা। প্রশ্ন করি এক রকম আর জবাব দিস আর এক রকম
-লাল-সবুজ পতাকা আমার খুব ভাল লাগে
যদি উড়াতে পারতাম !!

* প্রকল্প পরিচালক
বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ
ও আপগ্রেডেশন প্রকল্প
ওজোপাডিকো, খুলনা।

২৫ মার্চের কালো রাত, বিশ্ব ইতিহাসের নৃশংসতম গণহত্যা

লিটন মুন্সি*

আজ আবার বসেছি কিছু লিখবো বলে। আমি একজন বাঙালি হয়ে ২৫শে মার্চ কালো রাত্রির কথা কি করে ভুলি? এক রাতের মধ্যে নরপশুর হিংস্র থাবায় অকালে ঝরে গেল আমার দেশের লক্ষাধিক তাজা প্রাণ। ওই দিন রাতে ঢাকা শহরে নিরীহ ঘুমন্ত মানুষের উপরে অত্যাধুনিক অস্ত্র নিয়ে হায়নার মত ঝাঁপিয়ে পড়ে কেড়ে নেয় তাদের প্রাণ। রক্তে ভেসে যায় ঢাকার রাজপথ। চারিদিকে শোনা যায় আগ্নেয়াস্ত্রের শব্দ আর সেই সাথে নিরীহ মানুষের গগনভেদী আর্তনাদ। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঝরে যায় লক্ষাধিক তাজা প্রাণ।

একটু পেছনে গেলে ঘটনা বুঝতে সুবিধা হবে। ২৫শে মার্চের সাথে জড়িয়ে আছে বাঙালিদের রাজনৈতিক সংগ্রামের ধারাবাহিক ইতিহাস। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণ-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ৬ দফা দাবী নিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ যখন ঐক্যবদ্ধ হয় তখন সামরিক জান্তা সরকার ১৯৭০ সালে নির্বাচন দিতে বাধ্য হয়। সেই নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। স্বাভাবিকভাবে এ-দেশের জনগন আশা করেছিল যে এবার ক্ষমতার পালাবদল হবে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ৬ দফা অনুসারে সরকার গঠন করবে। তা আর হলো না। ১৯৭১ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি ও সামরিক জান্তা ইতিহাসের কুখ্যাত সেনাপ্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খান পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক দল পাকিস্তান পিপলস পার্টির প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টোর প্ররোচনা ও চাপে জাতিয় সংসদের কার্যক্রম স্থগিত করেন।

পাকিস্তান পিপলস পার্টির প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো কোনোভাবেই পাকিস্তানের সকল ক্ষমতা বাঙালিদের হাতে সমর্পন করতে চাইছিলেন না। পাকিস্তান জাতিয় সংসদের কার্যক্রম মার্চ মাস পর্যন্ত স্থগিত করায় ৭ই মার্চ ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু তৎকালীন রেসকোর্স ময়দান (বর্তমানে সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে) তাহার ঐতিহাসিক ভাষনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার ডাক দেন। জনগণ তাহার ডাকে সাড়া দেওয়ায় ৭ই মার্চের জনসভার উদ্দেশ্য সফল হয়। পূর্ব পাকিস্তানের সকল প্রকার সামরিক-বেসামরিক প্রতিষ্ঠানের উপর বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি সামরিক জান্তা জেনারেল ইয়াহিয়া খান মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বৈঠকের জন্য ঢাকা আসেন, পরবর্তীতে পাকিস্তান পিপলস্ পার্টির প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টোও এসে সেই বৈঠকে যোগ দেন। পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর ভয় ছিল আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে পাকিস্তান পিপলস পার্টির আর কোন ক্ষমতা থাকবেনা। এই কারনে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জেনারেলরা গোপনে পাকিস্তান পিপলস পার্টির প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টোকে সমর্থন দেয়। আর বাঙালিদের ন্যায্য রাজনৈতিক ক্ষমতার বৈধ অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য পুরো বাঙালি জাতির উপর ২৫শে মার্চ রাতের অন্ধকারে হায়েনার মত আক্রমন চালায়।

কালের মহাপরিক্রমায় প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও ফিরে এসেছে ইতিহাসের জঘন্যতম গণহত্যার স্মৃতিবিজড়িত ২৫শে মার্চের ভয়াল কালো রাত। এই রাতের বীভৎসতা এতটাই নির্মম ছিল যে, হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ যা কিনা অতীতের সকল রেকর্ডকে পেছনে ফেলে হয়েছে বিশ্বের ভয়ালতম গণহত্যার রাত।

'অপারেশন সার্চলাইট' নামে পাকিস্তানী বাহিনী ২৫শে মার্চ রাতে এই হামলা পরিচালনা করে। এই হামলা এতটাই বীভৎস ছিল যে, বিশ্ববাসী ভয়ে আতংকিত হয়েছিল। ব্রিটিশ পত্রিকা ডেইলি টেলিগ্রাফ এই হত্যাযজ্ঞের কথা তাদের পত্রিকায় প্রকাশ করে।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ মধ্য রাতে যে পরিকল্পিত হত্যাকান্ড ঘটেছিল তার কিছু তথ্য নিচে দেওয়া হলো। এই হত্যাকান্ড রাত ১০ঘটিকা থেকে পরদিন সকাল পর্যন্ত চলেছিল।

১. ১৮ নং পাঞ্জাব, ৩২ নং পাঞ্জাব ও ২২ নং বেলুজ রেজিমেন্ট তাদের ট্যাংক ও মর্টার দ্বারা ধ্বংসযজ্ঞ চালায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়। এতে ১০জন শিক্ষককে নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়।

২. জহুরুল হক হলে হামলা চালিয়ে ২০০ জন ছাত্রকে হত্যা করা হয়।

৩. রোকেয়া হলে আগুন ধরিয়ে দিয়ে আনুমানিক ৩০০ জন ছাত্রীকে হত্যা করা হয়।

৪. রাজারবাগ পুলিশ লাইনের অভ্যন্তরে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। সমগ্র ব্যারাক গুড়িয়ে দিয়ে আগুন দেওয়া হয়। ১১০০ জন পুলিশ সদস্যকে হত্যা করা হয়।

৫. ঢাকার পিলখানা ইপিআর এর সদর দপ্তর দখল করে বাঙালি সেনাদের নিরস্ত্র করে ইপিআর সদর দপ্তরের রেডিও সেটের দখল নেয় ২২তম বেলুজ রেজিমেন্ট।

এছাড়া পুরান ঢাকার শাঁখারী বাজার ও তাঁতী বাজারসহ সকল রাজপথে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে ঢাকার মাটিকে তারা বাঙালির তাজা রক্তে সিক্ত করে ছিল। তারা চেয়েছিল বাঙালিদের মেরুদন্ড ভেঙে দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে নেতৃত্বশূন্য করতে। চারিদিকে যখন অসংখ্য বাঙালিদের লাশের সারি তখন পাকিস্তানের সামরিক জান্তা চালায় অপারেশন বিগবার্ড, গ্রেফতার করা হয় বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত প্রাণপ্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। তারা ভেবেছিল বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করলে এই জাতি আর কোনোদিন মাথা তুলে কথা বলতে পারবেনা। গ্রেফতারের আগেই বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষনা করেন। যে কোনো মূল্যে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

পৃথিবীর ইতিহাসে এই জঘন্যতম রাতে নিরস্ত্র বাঙালির সারি সারি লাশের উপর দাঁড়িয়ে ক্ষমতার স্বপ্ন দেখছিল আর বাঙালিদের লাশের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ করার জন্য গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছিল। সেই সময় বীর বাঙালির কাছে তাদের প্রিয় নেতার ঘোষণা ছিল জনযুদ্ধের এক কঠিন নির্দেশনা। আর এই নির্দেশনায় বাঙালি জাতি উদ্বুদ্ধ হয়ে ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে কাংখিত বিজয় ছিনিয়ে আনে। ৩০ লক্ষ প্রানের বিনিময়ে জন্ম হয় এক নতুন দেশ এক নতুন মানচিত্র। আমাদের প্রাণের বাংলাদেশ।

*উচ্চমান হিসাব সহকারী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১
ওজোপাডিকো, খুলনা।

বঙ্গবন্ধু

তাহমিন হোসেন*

বঙ্গবন্ধু আছেন আজও
মনে প্রাণে অন্তরে
শত্রুরা ভেবেছিল তোমাকে মেরে দিলে
সব হয়ে যাবে শেষ।
১৫ই আগস্ট ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে
কি হয়েছিল জানো নাকি?
ঝাঁঝরা করে দিলো বুক
বঙ্গবন্ধু ও সপরিবারে।
সে দিন ছিল কাল রাত্রি
ভয়ালরাত্রির আনাগোনা
রক্ত ছিটে পড়ে ছিল ঘর হতে ঘর
চারিদিক সব ছারখার।
নিষ্পাপ শিশু রাসেলকেও
ছাড়লো না তারা।
বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ
সোনার বাংলা পূরণ হচ্ছে আজ।

*৪র্থ শ্রেণী
পিতা- মোহাঃ তোফাজ্জেল হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী,
স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটারিং প্রকল্প।

স্বাধীন বাংলাদেশ

প্রকৌঃ মোঃ মোজাম্মেল হক খান*

শোষণ শাসনের ঐ পূর্ব পাকিস্তান,
স্বাধীন করেছ তুমি, দিয়েছ পরিত্রাণ ।
৭-মার্চের ঐ ঐতিহাসিক ভাষণ,
নিঃশেষ হয়েছে তাতে হায়নার শাসন।
নির্যাতন নিপীড়নে তারা দিয়েছিল তাল,
মুক্ত করিতে তুমি ধরেছিলে হাল।
অধিকার লঙ্ঘনে মেতেছিল তারা ,
তোমার ডাকে বাঙালী দিয়েছিল সাড়া ।
অত্যাচারীর হাতে ছিল রক্তক্ষয়ী নয়মাস,
তোমার প্রেরণায় পেল,জাতি স্বাধীনতার শ্বাস।
ত্রিশ লক্ষ শহীদের জীবন করেছিল নাশ,
তোমার হাতে এসেছে, আজ স্বাধীনতার মাস।
তোমার ত্যাগে হয়েছে বর্বরতার শেষ,
আমরা পেয়েছি লাল সবুজের স্বাধীন বাংলাদেশ।

*সহকারী প্রকৌশলী
পরিচালন ও সংরক্ষণ সার্কেল
ওজোপাডিকো, কুষ্টিয়া।

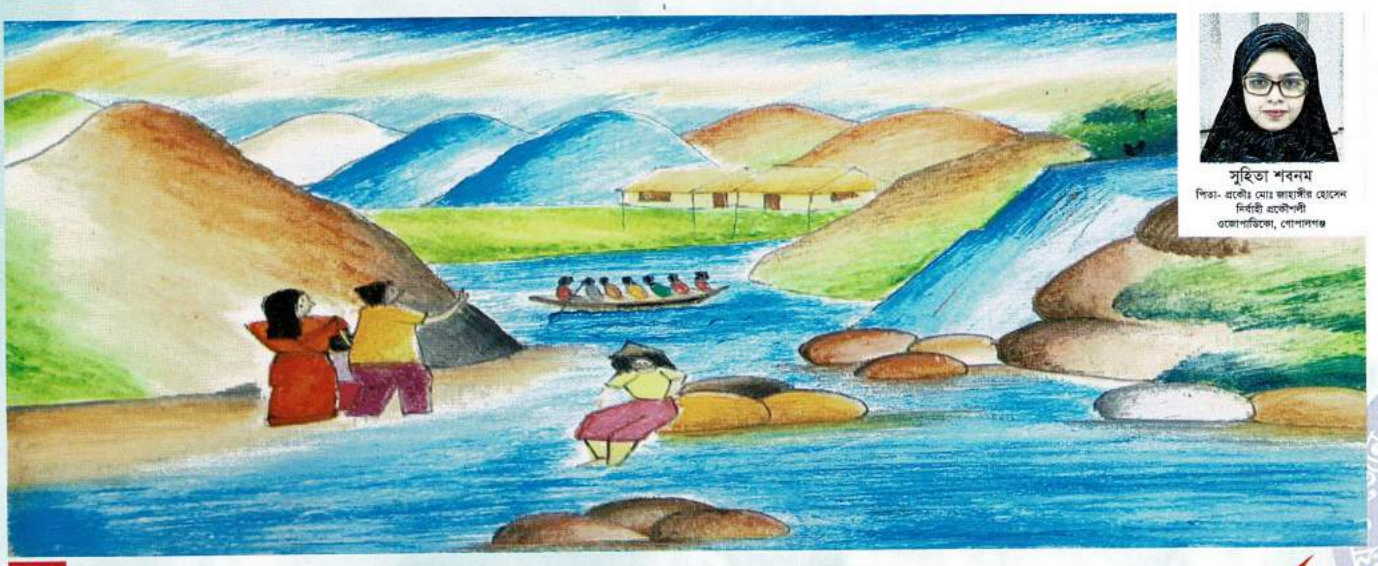

সুহিতা শবনম
পিতা- প্রকৌঃ মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী
ওজোপাডিকো, গোপালগঞ্জ

২৬শে মার্চ, ২০২১
স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী

খন্দকার ইশরাক মাহমুদ*

২৬ শে মার্চ বাঙালি জাতির জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। ৫০ বছর আগে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ দিবাগত রাত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঘুমন্ত, নিরীহ, নিরস্ত্র বাঙালির উপরে নির্মম ও কাপুরুষের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তবে বাঙালিরাও বসে থাকেনি। তারাও এদের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরপরই ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে বলেন, "This may be my last message, From today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved." (এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের জনগণ, তোমরা যে যেখানেই আছ এবং যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শেষ পর্যন্ত দখলদার সৈন্যবাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য আমি তোমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর শেষ সৈনিকটিকে বাংলার মাটি থেকে বিতাড়িত করে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তোমদের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে)।

এই ঘোষণার পরপরই বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানের কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে বাঙ্গালির স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ আমাদেরকে সহযোগিতা করেছিল। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ পাকিস্তানকে এক ভয়াবহ যুদ্ধে হারিয়ে অবশেষে বিজয় অর্জন করে। এ যুদ্ধে ৩০ লক্ষ বাঙালি শহীদ হন। ১ কোটি মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে ভারতে আশ্রয় গ্রহন করেন। এছাড়াও বাংলাদেশে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে ১০ই জানুয়ারি কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে বাংলাদেশে ফিরে আসেন এবং বলিষ্ঠভাবে বাংলাদেশের নেতৃত্ব দেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

স্বাধীনতার ৫০ বছর পর বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। গড় আয়ুর দিক থেকে বাংলাদেশ ভারত ও পাকিস্তান থেকেও এগিয়ে। এছাড়াও সুখী দেশের তালিকাতেও বাংলাদেশ ভারত ও পাকিস্তান থেকে এগিয়ে। অথচ এক সময় বাংলাদেশকে তলাবিহীন ঝুড়ি হিসাবে আখ্যায়িত করা হতো। বাংলাদেশের জনগণ তার সমুচিত জবাব দিয়েছে।

২৬শে মার্চ আমাদের গর্ব, অহংকার। আবার অনেক দুঃখেরও। তাইতো কবি বলেছেন,

"হে স্বাধীনতা, তুমি আমাদের অহংকার,

আবার অনেক বেদনার।"

*মাতাঃ প্রকৌঃ শাহীন আক্তার পারভীন
নির্বাহী প্রকৌশলী
ওজোপাডিকো ট্রেনিং ইনস্টিটিউট

২৬শে মার্চ: মুক্তির প্রতিজ্ঞায় উদ্দীপ্ত হওয়ার ইতিহাস

মোঃ আবুল বাশার*

২৬শে মার্চ, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। লাখো শহিদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে এই স্বাধীনতা, এই দিনে জাতি স্মরণ করছে বীর শহিদদের। স্বাধীনতা দিবস তাই বাংলাদেশের মানুষের কাছে মুক্তির প্রতিজ্ঞায় উদ্দীপ্ত হওয়ার ইতিহাস।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঘুমন্ত নিরস্ত্র বাঙালির ওপর আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। বাঙালিদের স্বাধিকার আন্দোলন, এমনকি জাতিয় নির্বাচনের ফলাফলের আইনসঙ্গত অধিকারকেও রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দিতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী শুরু করেছিল সারাদেশে গণহত্যা। সেইরাতে হানাদাররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল, ইকবাল হল, রোকেয়া হল, শিক্ষকদের বাসা, পিলখানার ইপিআর সদর দপ্তর, রাজারবাগ পুলিশ লাইনে একযোগে নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে হত্যা করে অগণিত নিরস্ত্র দেশপ্রেমিক ও দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের। পাকহানাদার বাহিনী বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় একাধিক গণকবর খুঁড়ে সেখানে শত শত লাশ মাটি চাপা দিয়ে তার ওপর বুলডোজার চালায়। নগরীর বিভিন্ন স্থানে সারারাত ধরে হাজার হাজার লাশ মাটি চাপা দেয়া হয় পুরানো ঢাকার বুড়িগঙ্গায় ভাসিয়ে দেয়া হয় নিহতদের লাশ।

বঙ্গবন্ধু ঘোষিত বাংলাদেশের স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হ্যান্ডবিল আকারে ইংরেজি ও বাংলায় ছাপিয়ে চট্টগ্রামে বিলি করা হয়। আওয়ামী লীগের শ্রম সম্পাদক, জহুর আহমেদ চৌধুরী বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা চট্টগ্রামের ইপিআর সদর দপ্তর থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে ওয়্যারলেস মারফত পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক, এম এ হান্নান দুপুর ২টা ১০ মিনিটে এবং ২টা ৩০ মিনিটে চট্টগ্রাম বেতার থেকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন।

২৬শে মার্চ ঢাকা সেনানিবাসের ভেতরে আদমজী কলেজ থেকে বন্দী অবস্থায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ফ্ল্যাগ স্টাফ হাউজে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাকে সারাদিন আটকে রেখে সন্ধ্যায় অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। সন্ধ্যায় কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রে ৮৭০ কিলোওয়াট ট্রান্সমিটার থেকে মুক্তিযুদ্ধকে সংগঠিত করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণ ও স্বাধীনতার ঘোষণাভিত্তিক বার্তার আদলে স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্পর্কিত অনুষ্ঠান ২৬শে মার্চ কালুরঘাট থেকে সম্প্রচার করেন এম এ হান্নান, সুলতানুল আলম, বেলাল মোহাম্মদ, আবদুল্লাহ আল-ফারুক, আবুল কাশেম সন্দ্বীপ, কবি আবদুস সালাম এবং মাহমুদ হাসান।

১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। ২৫শে মার্চের মধ্যরাত থেকে শুরু হওয়া হত্যাযজ্ঞের ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বাঙালিরা এই দিন থেকে মুক্তিযুদ্ধ ও দেশ স্বাধীন করার শপথ গ্রহণ করে। ঐ রাতেই তৎকালীন পূর্ব বাংলার পুলিশ, ইপিআর ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা শুরু করে প্রতিরোধ যুদ্ধ, সঙ্গে যোগ দেয় সাধারণ মানুষ। ৯ মাসের যুদ্ধে ৩০ লাখ শহিদের রক্তের বিনিময়ে ১৬ই ডিসেম্বর অর্জিত হয় স্বাধীনতা। জন্ম হয় বাংলাদেশের।

* উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার
সদর দপ্তর, ওজোপাডিকো, খুলনা।

মুজিব বর্ষের অর্থ

প্রকৌঃ জি.এম লুৎফর রহমান*

মুজিব বর্ষ মানে ফুল গাছগুলো নেঁড়া করে
শহিদ মিনারে টাঙানো নয়,
মুজিব বর্ষ মানে আত্মশুদ্ধি করে গড়ে তোলা
নিজের পরিচয়।
মুজিব বর্ষ মানে নয়তো রঙিন ফানুস
আকাশে ঝুলিয়ে রাখা,
নগ্ন পায়ে শহিদ মিনারে গিয়ে
বঙ্গবন্ধু বলে ডাকা।
মুজিব বর্ষ মানে ফেস্টুন ব্যানার নিয়ে
লোক দেখানো র‍্যালি নয়,
কিংবা জগদ্দামড়া পিটিয়ে
অশান্ত লোকালয়।
মুজিব বর্ষ মানে নয়তো
নাটকের অভিনয়,
মুজিব বর্ষ মানে বিশ্ব দরবারে
জাতিয় পরিচয়।
মুজিব বর্ষ মানে বঙ্গবন্ধুর চরিত্র
বাঙালী জাতির গৌরব
চারদিকে সোনা মোড়ানো
সোনার বাংলার সৌরভ।
মুজিব বর্ষ মানে আলোক সজ্জা আর
নহে মৌখিক শ্লোগান,
বাঙালি জাতির অমরত্ব লাভ
উন্নয়ন আর কল্যান।
মুজিব বর্ষ মানে মুজিব কোট পরে
ফ্যাশন শো'র নহে আয়োজন,
মুজিব বর্ষ মানে জীবনের জন্য
মৌলিক প্রয়োজন।
মুজিব বর্ষ মানে
বঙ্গবন্ধুর আদর্শ মানা,
মুজিব বর্ষ মানে
বঙ্গবন্ধুর উদ্দেশ্য জানা।

* সহকারী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ
ওজোপাডিকো, ঝালকাঠী।

শুভ জন্মদিন বঙ্গবন্ধু

মোঃ আনোয়ার হোসেন*

শুভ জন্মদিন বঙ্গবন্ধু, তুমি এসেছিলে এই ভুবণে,
১৭ই মার্চ ১৯২০ সাল টুঙ্গিপাড়ার পল্লী কোণে।
খোকা ডাক নামে কিশোর বেলা থেকেই সৎ সাহসে পথ চলে,
উচ্চ মধ্য নিম্ন মানুষের পাশে থেকেছো তুমি প্রণয়ের দ্বার খুলে।
আজি তব সব স্মৃতি পড়িয়া মনে মোদের বদন হয়েছে মলিন,
তুমি নেই বলে কাঁদে বাঙালি জাতি কাঁদে বাংলার গগণ জমিন।
স্বাধীন করেছো বাংলা রক্তে আগুন জ্বলা সেই জ্বালাময়ী ভাষনে,
কোটি কোটি মানুষ স্বাধিনতা পেলো সেতো তোমারই অবদানে।
হে মহীয়ান মোদের চিত্ত মাঝে গেঁথে রেখেছি তব নীতি আদর্শ,
প্রীতি ঢেলে দিয়ে গভীর শ্রদ্ধায় মোরা করছি পালন তোমারই জন্ম শত বর্ষ,
গ্রাম বাংলার প্রতিটা পাড়ায় সুবাতাস গিয়ে তব নামে মেতেছে স্পর্শে,
জাতির জনক শ্রেষ্ঠ বাঙালি তোমায় অবিরত করছি স্বরণ এই জন্ম শত বর্ষে।

* মিটার পাঠক (পিচরেট)
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২
ওজোপাডিকো, কুষ্টিয়া।

শেখ মুজিবুর রহমান

উম্মে কুলসুম*

শেখ মুজিবুর রহমান
সর্বকালের সব বাঙালীর শ্রেষ্ঠ সন্তান
পিতার মতো স্নেহ নিয়ে ধরলো বাঙালীর হাত
শত বছরের পরাধীনতার ঘটলো অবসান।
বিগত দিনের যত অত্যাচার যত খুন রাহাজারী
তাহার বিরুদ্ধে মুজিব যেন জীবন্ত আগ্নেয়গিরি।
গর্জে উঠলো লাভার মত আনলো অগ্নিবান
তার ডাকে জাত বর্ণ ভুলে মিলল সকল হিন্দু-মুসলমান।
জাতির স্বার্থে কারা বরণে পাওনি কভু ভয়
জীবন গেলেও সাহস তোমার ইচ্ছার হয়নি ক্ষয়।

তোমার হুকুমে লাখো জনতা আনলো প্রতিবাদের জোয়ার
এমন জোয়ার রুখতে যাবে সাধ্য ছিল কার?
বজ্র কণ্ঠে বললে যেদিন "এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম"
শুনেছি সেদিন কেপে উঠেছিল সমগ্র পাকিস্তান।
কত অবিচার কত কারা বরণ রুদ্ধশ্বাস নয় মাস
বন্ধি জীবনের অনিশ্চয়তার মাঝেও গড়লে তুমি নতুন ইতিহাস।
অবশেষে এলো সেই মাহেন্দ্রক্ষণ যার প্রতীক্ষা ছিল
বাঙালীর চোখে সুখের ধারা স্বাধীনতা পেল।
তুমি ছিলে সেই মহা নায়ক, তুমিই জাতির পিতা
প্রতি বাঙালীর হৃদয়ে আজও তোমার কথা গাথা।

আজও থামেনি রক্তক্ষরণ, ভুলিনি সেই শপথ
কথা দিলাম লড়বো আজও আসলে দেশের বিপদ।
তুমি পিতা জন্ম দিয়ে গেছে লক্ষ মুজিবুর
যতদিন এই বাংলা থাকবে ততদিন তুমি অমর।

* পিতাঃ মোঃ আব্দুর রব
লাইনম্যান -এ
শৈলকুপা বিদ্যুৎ সরবরাহ।

"In Remembrance of The Father"

Eng. Md. Manjurul Islam*

You are the Great
Brought to the Bengali Nation
Great Respect
You are that Father
Brought to the Bengali Nation
Independent Mother
You are that Brother
Brought Smile to the Face of
Billion's Sister
You are that Hero
The Enemy's Obstacles
Lie before You
Seemed Zero
You are that Warrior
Enemy's Bullet can't
Shows You Scare
You are that Leader
Never Compromise
With the Ruler
You are that Son
Who never hurts the mom
You are that Husband
Wife gave to whom
The Courage of Movement
You are that Friend
Never Cheats on Anyone
You are that Personality
Gave Birth to Our Country
You are that entity
Whom, the World Will Cherish
For Infinity

*Executive Engineer (In-charge)
WZPDCL, Magura

২৬ মার্চ
মহান স্বাধীনতা দিবস

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আইয়ান রেডিমিক্স কংক্রিট লিঃ

উচ্চমান সম্পন্ন রেডিমিক্স কংক্রিট, বালু ও পাথর বিক্রয়ের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

২৬ মার্চ
মহান স্বাধীনতা দিবস

উপলক্ষ্যে আইয়ান গ্রুপের পক্ষ থেকে মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলী

আইয়ান জুট মিলস্ লিঃ

আইয়ান হোটেল এন্ড রিসোর্ট লিঃ

গত ১০ বছরে বর্তমান সরকারের উন্নয়নের অংশীদার হতে পেরে শেখ সিমেন্ট পরিবার গর্বিত।

পোর্টল্যান্ড কম্পোজিট সিমেন্ট

- দীর্ঘস্থায়ীত্বের নিশ্চয়তা প্রদান করে।
- তাপ বিকিরণ ক্ষমতা রাখে।
- সালফেট বা লবণাক্ততার আক্রমণ প্রতিরোধ করে।
- ক্ষার প্রতিরোধ করে।
- দ্রুত সংকোচন প্রতিহত করে।
- সময়ের সাথে উত্তরোত্তর শক্তি বৃদ্ধি করে।
- দীর্ঘমেয়াদী শক্তি প্রদানকারী।
- PCC সিমেন্ট কংক্রিটের প্রাথমিক স্টেজে লুব্রিকেটিং অ্যাকশন সৃষ্টি করে, ফলে কংক্রিটের Workability বেড়ে যায়।

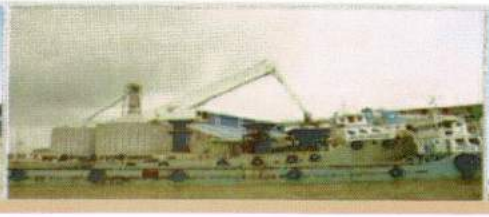

SINCE 1979

HAMKO Group

Let's grow together . . .

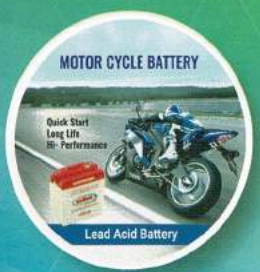

আমার দেশ আমার পণ্য...

www.hamko.com.bd

A journey year after year...